The Tripartite struggle of the Pratihara—Pala—Rashtrakutas: The century that followed the death of Harsha was marked by the absence of a single paramount authority holding mastery over North India for a considerable period. The kings of Kamrupa and Kashmir made a bid for mastery and soon vanished from the scene. Yasovarmana of Kanauj rose like a meteor and then passed into oblivion. Ultimately, three peripherial powers viz, the Palas of Bengal and Magadha in the

Scanned with CamScanner

dimunition. Govinda III retired to Deccan and Dharmapala restored his authority.

Deva Pala succeeded to the vast empire left by Dharmapala. But he had to face attacks from the Gurjaras. The Badal Pillar Inscription mentions Deva Pala's wars with the Gurjaras. The identification of the Gurjaras is difficult. Some scholars like Dasharatha Sharma hold that they were a separate Gurjara tribe different from the Pratiharas. However most scholars generally identify them with the Pratiharas. The successor of Nagabhata II was Ramabhadra Pratihara. He was a weak king. He suffered serious reverses in the hands of Deva Pala. Deva Pala claims to have defeated the Dravidas according to the Badal Pillar Inscription. The identification of the Dravidas is not free from doubt. If they are Rashtrakutas then of course Deva Pala's success was wonderful. Dr. R. C. Majumdar has indentified the Dravidas with the Pandyas. Though the Sirpur Plate of Amoghavarsha, the Rashtrakuta king gives him the credit of conquering Vanga. It does not appear that Deva Pala suffered any defeat in the hands of the Rashtrakutas.

Deva Pala won great success against Mihira Bhoja or Bhoja I after he ascended the Pratihara throne after Ramabhadra Pratihara. Mihira Bhoja infused new spirit among the Pratiharas. The Daulatpore Inscription states that Bhoja conquered Kanauj. But his success was short lived. Deva Pala humbled the pride of Bhoja, towards the closing years of his regin. The Badal Pillar Inscription states that Deva Pala's minister Kedara Misra was instrumental in building the pillar of Devapala's success. Shortly after this Bhoja suffered defeats from the hands of the Rashtrakutas.

The Pala power began to decline after the death of Deva Pala in 850 A. D. Taking advantage of this Bhoja I quickly built his fortune. The tripartite character of the struggle ceased due to Pala decline. The pacific disposition of Vigraha Pala and Narayana Pala made them less than a match for the warlike Bhoja. The Pala power declined in the south due to Rashtrakuta invasion. Bhoja I captured Kanauj. He marched further east, conquered Bundel Khand and U. P. and reached the borders of Magadha. The Kahla Plate states that Bhoja snatched the sovereignty of the Gaudas. These Gaudas are no less than the Palas. Bhoja organised a great confederacy and crushed the Pala power in the Bihar region. Bhoja also humbled the power of the Rashtrakutas, his hereditary enemy. He defeated Krishna II and annexed

Scanned with CamScanner

Malwa and Gujrat. Thus Bhoja became the undisputed master of Northern India and made the ideal of uttara patha svami (উত্তরাপথ স্বামী) a reality.

Bhoja I's son Mahendra Pala Pratihara followed up the success of his father and conquered Gaya, Patna, Rajshahi and Dinajpore districts of Bengal by defeating the Palas. It appears that the Pala power completely collapsed under the attack of Mahendra Pala. The Palas now vanished from the scene.

The Pratiharas enjoyed undisputed sway. But Mahipala Pratihara was attacked by the Rashtrakuta Indra III. In this struggle Mahipala was defeated. It does not apper that the Pratihara power could recover from this blow. Long and protected warfare weakened the Pratiharas. Vassal chiefs became turbulent, Pratihara power too declined after the Palas. The tripartite struggle ended.

Scanned with CamScanner

উত্তর

CC 2 / GE-2 (Topic IV)

ত্রিশক্তি সংগ্রাম

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর মগধের গুরুত্ব হ্রাস পেতে থাকে। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে থানেশ্বরে হর্ষবর্ধনের উত্থান ঘটে। বিভিন্ন কারণে পরবর্তীকালে হর্ষ কনৌজে তাঁর **রাজধানী প্রতিষ্ঠা** করেন। এই সময় থেকে কনৌজের গুরুত্ব ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে সপ্তম শতক থেকে ভারতের বিভিন্ন রাজশক্তির নজর কনৌজে কেন্দ্রীভূত হয়। হর্ষের মৃত্যুর পর যোগ্য উত্তরাধিকারীর অভাবে কনৌজের সিংহাসন দখলের জন্য প্রথমে মালব ও রাজপুতানার **গুর্জর প্রতিহার রাজবংশ** এবং বাংলার **পাল বংশ** পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জড়িয়ে পড়ে। পরে মহারাষ্ট্রের রাষ্ট্রকূট শক্তিও এই দ্বন্দ্বে যুক্ত হয়। কনৌজের সিংহাসনের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে **পাল, প্রতিহার** ও রাষ্ট্রকূট শক্তির মধ্যে এই পারস্পরিক দ্বন্দ্বকে **ত্রিপাক্ষিক দ্বন্দ্ব** বা **ত্রিশক্তি সংগ্রাম** (Tripartite Struggle) বলা হয়।

১ ত্রিপাক্ষিক দ্বন্দ্বের বিভিন্ন পর্ব: পাল, প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূট শক্তির মধ্যে দীর্ঘকালীন এই ত্রিপাক্ষিক দ্বন্দ্বকে মূলত চারটি পর্বে বিভক্ত করে আলোচনা করা যেতে পারে।

1 প্রথম পর্বের দ্বন্দ্ব: ত্রিপাক্ষিক দ্বন্দ্বের প্রথম পর্বে রাজ্যজয় করতে করতে প্রতিহার বংশীয় **বৎসরাজ** তাঁর রাজ্যের পূর্বদিকে এবং পালরাজা **ধর্মপাল** তাঁর রাজ্যের পশ্চিমদিকে অগ্রসর হতে থাকেন। প্রতিহার বংশীয় বৎসরাজ ৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে **দোয়াবের যুদ্ধে** পালরাজা ধর্মপালকে পরাজিত করেন। কিন্তু রাষ্ট্রকূটরাজ **ধ্রুব** প্রথমে **বৎসরাজ** ও পরে **ধর্মপালকে** পরাজিত করে কনৌজের সিংহাসনে নিজের অনুগত **ইন্দ্রায়ুধকে** বসিয়ে দিয়ে দক্ষিণে ফিরে যান। বৎসরাজও নিজ রাজ্যে ফিরে যান। পরে রাষ্ট্রকূট ও প্রতিহাররা সাময়িকভাবে দুর্বল হয়ে পড়তে ধর্মপাল কনৌজ পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। ইন্দ্রায়ুধকে সরিয়ে ধর্মপাল তাঁর নিজের অনুগত **চক্রায়ুধকে** কনৌজের সিংহাসনে বসান। **খালিমপুর লিপি** থেকে জানা যায় যে, ধর্মপাল কনৌজে একটি দরবারের আয়োজন করেন। সেখানে উত্তর ভারতের বহু রাজা উপস্থিত থেকে তাঁর প্রতি আনুগত্য জানান। **ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার** বলেছেন যে, *এই যুদ্ধে শেষপর্যন্ত ধর্মপালই লাভবান হন। কারণ রাষ্ট্রকূটদের হাতে প্রতিহাররা ধ্বংস হয়েছিল। আবার রাষ্ট্রকূটরা দক্ষিণ ভারতে চলে গেলে ধর্মপাল তাঁর ক্ষমতা বৃদ্ধির সুযোগ পেয়েছিলেন।*

2 দ্বিতীয় পর্বের দ্বন্দ্ব: ধর্মপালের এই জয় বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। ত্রিপাক্ষিক দ্বন্দ্বের দ্বিতীয় পর্বে প্রতিহাররাজ **দ্বিতীয় নাগভট্ট** কনৌজের যুদ্ধে **চক্রায়ুধকে** ও মুঙ্গেরের যুদ্ধে **ধর্মপালকে** পরাস্ত করেন। তিনি উজ্জয়িনী থেকে তাঁর রাজধানী কনৌজে স্থানান্তরিত করেন। ধর্মপাল রাষ্ট্রকূটরাজ **তৃতীয় গোবিন্দের কাছে আত্মসমর্পণ** করেন। এরপর তৃতীয় গোবিন্দ প্রতিহারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং প্রতিহাররাজ **দ্বিতীয় নাগভট্টকে** পরাজিত করেন। তিনি হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত অগ্রসর হন। কিন্তু পারিবারিক বিবাদের খবর পেয়ে তৃতীয় গোবিন্দ দ্রুত দক্ষিণে ফিরে গেলে ধর্মপাল তাঁর হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার করেন।

3 তৃতীয় পর্বের দ্বন্দ্ব: দ্বন্দ্বের তৃতীয় পর্বে পালরাজা ধর্মপালের পুত্র **দেবপাল** প্রতিহার বংশীয় **রামভদ্র** ও **মিহিরভোজকে** পরাজিত করেন। দেবপালের মৃত্যুর পর মিহিরভোজ বিভিন্ন রাজ্য জয় করে ক্রমে কনৌজের দিকে এগিয়ে এলে দেবপাল তাঁকেও কনৌজ দখলে বাধা দেন। ফলে ভোজরাজ পশ্চিমদিকে আরব আক্রমণ প্রতিহত করার দিকে নজর দেন। দেবপাল রাষ্ট্রকূটরাজ **প্রথম অমোঘবর্ষকেও** পরাজিত করেন।

4 শেষ পর্বের দ্বন্দ্ব: ত্রিশক্তি সংগ্রামের শেষ পর্বে তিনটি শক্তিই হীনবল হয়ে পড়ে। দেবপালের মৃত্যুর পর সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে। পালরাজা **নারায়ণপাল** রাষ্ট্রকূটদের কাছে পরাজিত হন। এই সুযোগে প্রতিহাররাজ মিহিরভোজ কনৌজ দখল করেন। বাংলা ও বিহার দখল করেন প্রতিহাররাজ **মহেন্দ্রপাল**। ফলে পাল শক্তি একেবারেই হীনবল হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে প্রতিহাররাজ ভোজরাজের সঙ্গে রাষ্ট্রকূটরাজ **দ্বিতীয় কৃষ্ণের** লড়াই চলছিল। শেষপর্যন্ত রাষ্ট্রকূটরাজ **তৃতীয় ইন্দ্র** প্রতিহাররাজ **মহেন্দ্রপাল** বা মহীপালকে ৯১৬ খ্রিস্টাব্দে পরাস্ত করে কনৌজ দখল করেন। ক্রমশ প্রতিহার শক্তিরও অবলুপ্তি ঘটে। রাষ্ট্রকূটদের সাফল্যের মধ্য দিয়ে ত্রিপাক্ষিক দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে। কিন্তু এই সাফল্যও বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। এরপর ভারতে **তুর্কি আক্রমণ** শুরু হয়ে যায়।

Scanned with CamScanner

নীচে একটি ছকের মাধ্যমে ত্রিশক্তি সংগ্রামের বিভিন্ন পর্ব এবং কোন্ শক্তি বা কোন্ রাজা কোন্ পর্বের সংগ্রামে যুক্ত ছিলেন তা দেখানো হল—

পর্ব	পালরাজা ও রাজত্বকাল	প্রতিহার রাজা ও রাজত্বকাল	রাষ্ট্রকূট রাজা ও রাজত্বকাল
১ম পর্ব	ধর্মপাল (৭৭০-৮১০ খ্রি.)	বৎসরাজ (৭৭৫-৮০০ খ্রি.)	ধ্রুব (৭৭৯-৭৯৩ খ্রি.)
২য় পর্ব	ধর্মপাল (৭৭০-৮১০ খ্রি.)	দ্বিতীয় নাগভট্ট (৮০০-৮২৫ খ্রি.)	তৃতীয় গোবিন্দ (৭৯৩-৮১৪ খ্রি.)
৩য় পর্ব	দেবপাল (৮১০-৮৫০ খ্রি.)	রামভদ্র (৮৩৩-৩৬ খ্রি.), মিহিরভোজ বা প্রথম ভোজ (৮৩৬-৮৮৫ খ্রি.)	প্রথম অমোঘবর্ষ (৮১৪-৮৭৭ খ্রি.)
৪র্থ পর্ব	নারায়ণপাল (৮৫৪-৯০৮ খ্রি.)	মিহিরভোজ, মহেন্দ্রপাল (৮৮৫-৯১০ খ্রি.)	দ্বিতীয় কৃষ্ণ (৮৭৮-৯১৪ খ্রি.), তৃতীয় ইন্দ্র (৯১৪-৯২২ খ্রি.)

ত্রিপাক্ষিক দ্বন্দ্বের ফলাফল ও গুরুত্ব: কনৌজে আধিপত্য প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে পাল, প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূট শক্তির মধ্যে ত্রিপাক্ষিক দ্বন্দ্ব দীর্ঘ প্রায় **২০০ বছর স্থায়ী** হয়েছিল। এই দীর্ঘস্থায়ী বিরোধের চূড়ান্ত পরিণতিতে কোনো পক্ষই তাঁদের স্বপ্ন স্থায়ীভাবে পূরণ করতে পারেনি। তাই ত্রিপাক্ষিক দ্বন্দ্বের ফলাফল আপাতদৃষ্টিতে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে বলেই মনে করা যেতে পারে। কিন্তু এই দ্বন্দ্বের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী।

1 **আর্থিক ক্ষতি:** দীর্ঘদিন ধরে পাল, প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূট শক্তি পরস্পরের বিরুদ্ধে বিরোধ ও যুদ্ধে লিপ্ত থাকার ফলে প্রতিটি শক্তির যথেষ্ট **আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি** হয়েছিল। সামরিক সজ্জা ও যুদ্ধ পরিচালনায় প্রতিটি শক্তিকে **প্রভূত অর্থ ব্যয়** করতে হয়েছিল।

2 **রাজস্ব বৃদ্ধি ও বিদ্রোহ:** সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে উক্ত শক্তিগুলি তাদের প্রজাদের ওপর বাড়তি **রাজস্বের বোঝা** চাপিয়ে দিয়ে ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থা করেন। ফলে সাধারণ মানুষের অবস্থা খারাপ হতে থাকে। বিভিন্ন স্থানে **কৃষক বিদ্রোহ** দেখা দেয়। বাংলায় পাল রাজাদের বিরুদ্ধে **কৈবর্ত বিদ্রোহ** ছিল এই ধরনেরই একটি বিদ্রোহ।

3 **আঞ্চলিকতাবাদের উত্থান:** ত্রিশক্তি সংগ্রামের ফলে ভারতের রাষ্ট্রীয় **ঐক্য ও সংহতি ভেঙে পড়েছিল।** তিনটি শক্তিই যুদ্ধে ব্যস্ত থাকায় দেশের **অভ্যন্তরীণ শাসনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়তে থাকে।** ভারতের বিভিন্ন অংশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঞ্চলিক শক্তির উত্থানের পথ প্রশস্ত হয়। এভাবে সংকীর্ণ **প্রাদেশিকতার উদ্ভব** হয়েছিল।

4 **সংহতি ও সার্বভৌমত্ব স্থাপনে ব্যর্থতা:** পাল, প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূট শক্তিগুলির কোনোটিই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভের মাধ্যমে ভারতে ঐক্যবদ্ধ সার্বভৌম ও স্থায়ী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। তাই কোনো কোনো ইতিহাসবিদ একে **ব্যর্থ সংগ্রাম** বলে অভিহিত করেছেন।

5 **সাম্রাজ্যের পতন:** পাল, প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূট শক্তিগুলি দীর্ঘকাল যুদ্ধে লিপ্ত থাকার ফলে তাদের দুর্বলতার সুযোগে **সামন্তশ্রেণির বিদ্রোহ** মাথা তুলতে শুরু করে। ফলে প্রতিটি সাম্রাজ্য দুর্বল ও ভঙ্গুর হয়ে পড়ে এবং এক সময় সেগুলির পতন ঘটে।

6 **ভারতীয়দের শক্তি হ্রাস ও তুর্কি আক্রমণ:** দীর্ঘদিন ধরে ত্রিশক্তি দ্বন্দ্বের ফলে তৎকালীন ভারতের প্রধান শক্তিগুলি অর্থাৎ পাল, প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূটদের **সামরিক শক্তি খুব দুর্বল** হয়ে পড়েছিল। প্রধান শক্তিগুলির এই সামরিক দুর্বলতা ভারতে **তুর্কি আক্রমণের** পথ প্রশস্ত করেছিল। তুর্কি আক্রমণকারী **সুলতান মামুদ** ১০১৮ খ্রিস্টাব্দে কনৌজ দখল করেন। ফলে কনৌজ-সহ উত্তর ভারতে বৈদেশিক শাসনের অন্ধকার নেমে আসে।

Scanned with CamScanner